ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত

মুহম্মদ আব্দুল হাই

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **ইংল্যান্ডে গোশত কম নষ্ট হওয়ার কারণ–**
i. ঠান্ডা বেশি বলে
ii. প্রত্যেকের ঘরে রেফ্রিজারেটর আছে
iii. সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ● i ও iii

[সঠিক উত্তর (i, ii ও iii) না থাকায় (ঘ) ই সঠিক বলে বিবেচিত]

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ঈদ সভপন হাজারো মানুষের মিলনমেলা

সুমন ও সমিয়া লন্ডনে তার পিতামাতার সাথে বসবাস করে। ঈদের দিন নামাজ পড়তে গেল ওকিং মসজিদে। নানা দেশের নানান মানুষ চোখ ধাঁধানো সব পোশাক পরে ঈদের নামাজ পড়তে এসেছে এখানে। একই ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে ওকিং মসজিদ প্রাঙ্গণ।

ক. ওকিং মসজিদ কোথায় অবস্থিত?
খ. ঈদের দিনে ওকিং মসজিদের কোন দিকটা অমুসলিমদেরও আকর্ষণ করে?
গ. তুমি এবার ঈদে যেখানে নামাজ পড়েছ সেখানকার বর্ণনা দাও।
ঘ. 'ঈদ মানুষের মিলনমেলা'–বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওকিং মসজিদ লন্ডনে অবস্থিত।

খ ঈদের দিন ওকিং মসজিদে নানা জাতের মুসলমানদের মিলনে জামায়াতও কোলাকুলির দিকটি অমুসলিমদেরও আকর্ষণ করে।
'ঈদ' আমাদের মুসলমান জাতির জীবনে সবচেয়ে আনন্দঘন একটি দিন। এই দিনে মুসলমানরা সব ধরনের ভেদাভেদ ভুলে এক কাতারে একই স্থানে নামাজের জন্য হাজির হয়। সবার মাঝে তখন বিরাজ করে এক অপূর্ব মিলনমেলা। এ অপরূ প দৃশ্য দেখে মন চমৎকৃত হয়। ঈদের দিনে মুসলমানদের মিলনে জামায়াত ও মিল্লাতের দিকটা এত করে চোখে পড়ে, যা অমুসলমানদেরও আকর্ষণ করে।
আমি এবার জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে ঈদের নামায পড়েছি।

গ আমি এবার ঈদের নামাজ আদায় করেছি ঢাকা জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে।

'ঈদ' মানে হাসি, 'ঈদ' মানে খুশি আর আনন্দের ঝরণাধারা। ঈদের দিনে সবাই মিলে মাঠে যাওয়ার আনন্দটাই অন্যরকম অনুভূতির জন্ম দেয়। ঢাকার জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে ঈদের নামাজ পড়তে আমার খুব ভালো লেগেছে। এ মাঠটি অনেক বড়। অনেক লোকের সমাগম সত্যিই এক অপূর্ব ভালো লাগার দিক। নামাজ শেষে আমরা সবাই কোলাকুলি করে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতা প্রকাশ করি। সব মানুষের মিলনমেলা আমাদের ইসলামের একটি সৌন্দর্যের দিক, যা অন্য কোনো ধর্মে পরিলক্ষিত হয় না। এখানকার ঈদের নামাজ আমার খুব ভালো লেগেছে। উঁচু নিচুর ভেদাভেদ ভুলে সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার দৃশ্য সবাইকেই আকৃষ্ট করে।

ঘ 'ঈদ মানুষের মিলনমেলা' –এ মন্তব্যটি যথার্থ।
ঈদের দিন শত শত মুসলমান একসাথে মিলিত হওয়াই মিলনমেলা। ঈদে সবাই নামায পড়ে কোলাকুলি করে। অন্তর থেকে ভালোবাসার বন্ধনে কাছে আসে। তাই ঈদ মানে হাজারো মানুষের মিলনমেলা। আমাদের জীবনে বছরে দুটি 'ঈদ' আসে। প্রতিটি ঈদে এক অপার মিলনমেলার সুর ঝংকৃত হয়। এই দিনে কারো মাঝে কোনো ধরনের বিভেদ পরিলক্ষিত হয় না। একসঙ্গে সবাই নামাজ পড়ে আবার কোলাকুলি করে। যেন অন্তরের সব কালিমা দূর করে দিয়ে ভালোবাসার বন্ধনে একে অপরকে বেঁধে ফেলে। অনাহারীকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান এবং দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর শিৰা আমরা ঈদ থেকে পেয়ে থাকি। পরস্পর পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভালোবাসা প্রকাশ করি। ছেলে–বুড়ো সকলেই নতুন জামা পরে ঈদগাহে আসে। সকলের মুখে হাসি বিরাজ করে। এদিকটি ওকিং মসজিদে জামায়াতেও পরিলৰিত হয়।
তাই তো এ কথা অনায়াসেই স্বীকার করতে হবে যে, ঈদ মানেই বাঁধ ভাঙা আনন্দ, ঈদ মানেই হাজারো মানুষের মিলনমেলা।

প্রশ্ন– ২ মাতৃভাষায় খোতবা পড়ার তাৎপর্য

ওকিং মসজিদে নামাজ হলো আরবিতে, কিন্তু ইমাম সাহেব খোতবা পড়লেন ইংরেজিতে। ওকিং–এ যারা নামাজ পড়তে এসেছিলেন তারা মোটামুটি সকলেই ইংরেজি বোঝেন। তাই তাদের প্রত্যেকেই খোতবার অর্থ বুঝেছিল। সুমন যে মসজিদে ঈদের নামাজ পড়েছে সেখানে খোতবা আরবিতে হওয়ায় সুমন খোতবার কোনো অর্থই বোঝেনি।

ক. খোতবা কী?
খ. সুমন খোতবার অর্থ বোঝেনি কেন?
গ. ওকিং মসজিদে ঈদের খোতবা ইংরেজিতে পড়ার কারণ কী?
ঘ. মাতৃভাষায় খোতবা পড়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খোতবা হলো জুমার নামাজের আগে বা ঈদের নামাজের পরে ইমাম প্রদত্ত অভিভাষণ যাতে ধর্মের বিধি–নিষেধ আলোচনা করা হয়।

খ আরবি ভাষায় খোতবা পাঠ করায় সুমন খোতবার অর্থ বোঝেনি।
সুমন মা–বাবার সাথে লন্ডনে বসবাস করে। সে ইংরেজি জানে ও বোঝে। কিন্তু সে যে মসজিদে নামায পড়েছিল সেখানে ইমাম সাহেব চিরাচরিত আরবি ভাষায় খুতবা দিচ্ছিলেন। কিন্তু সুমন আরবি ভাষা বোঝে না। তাই ইমাম সাহেবের খোতবা সে বুঝতে পারেনি।

গ ওকিং মসজিদে ঈদের খুতবা ইংরেজিতে পড়ার কারণ যাতে উপস্থিত সকলে তা বুঝতে পারে।
ওকিং লন্ডনে অবস্থিত সবচেয়ে বড় একটি মসজিদ। লন্ডনে প্রধান ভাষা ইংরেজি হওয়ায় সকলেই এ ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তাই সেখানকার মসজিদের ইমাম সাহেবরও সহজবোধ্যতার জন্য ইংরেজিতে খুতবা পাঠ করেন। ঈদের দিন ওকিং মসজিদে লন্ডনে বসবাসকারী নানা দেশের নানা জাতের নানা বর্ণের মুসলমানরা ঈদের নামাজে একত্রিত হয়। এখানে নামাজ আরবিতে সম্পন্ন হওয়ার পর ইমাম সাহেব ঈদের খোতবা পড়েন ইংরেজিতে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোকজনের কাছে যাতে বোধগম্য হয় সে কারণে ইমাম

সাহেব ইংরেজিতে খোতবা পড়েন। কারণ ইংরেজি এমন একটি ভাষা, যা বিশ্বের সকল মানুষই কম-বেশি বুঝে থাকে।

ঘ মাতৃভাষায় খোতবা পাঠ করলে তা সহজে বোঝা যায় বলে খোতবা আরবির পরিবর্তে প্রত্যেকের নিজ নিজ মাতৃভাষায় পড়া উচিত।

যদি প্রত্যেকের মাতৃভাষায় খোতবা পড়া হতো তবে খোতবার মূল বিষয় সবাই বুঝত এবং সকল মুসলমানের অনেক মঙ্গল হতো। তাই মাতৃভাষায় খোতবা পড়া গুরবত্বপূর্ণ।

পৃথিবীর অন্য যেকোনো ভাষার চেয়ে নিজ ভাষা সকলের কাছে যেমন প্রিয়। মাতৃভাষা নিজের জন্যে সর্বাধিক বোধগম্য ভাষা। এ ভাষায় যে কোনো বর্ণনা বোঝাও সহজসাধ্য। ইমাম কর্তৃক খোতবা পাঠ করার উদ্দেশ্য ইসলামের সারকথা মুসলিরদের বোঝানো। যে কাউকে যে কোনো বিষয়ের সারকথা বোঝাতে বা সহজবোধ্য করতে হলে অবশ্যই তার মাতৃভাষায় বর্ণনা করার চেয়ে দ্বিতীয় আর কোনো উপায় নেই। এ জন্যই মাতৃভাষায় খোতবা পড়ার গুরবত্ব অনেক। উলেরখ্য যে, খোতবা আরবিতে পড়াই উত্তম। তাই খোতবার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইমাম সাহেব পূর্বাহ্নেই আলোচনা করতে পারেন।

তাই উলিরখিত আলোচনার পরিপ্রেৰিতে বলা যায় যে, মাতৃভাষায় খোতবা পড়া গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে- সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিৰার্থীদের পরীৰা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ লেখক পরিচিতি ➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৫১

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. মুহম্মদ আব্দুল হাই কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ক ১৯০৫ ● ১৯১৯ গ ১৯৫২ ঘ ১৯৭২

২. মুহম্মদ আবদুল হাই কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
● মুর্শিদাবাদ খ হুগলি গ বর্ধমান ঘ বাকুড়া

৩. মুহম্মদ আবদুল হাই কীভাবে মারা যান? (জ্ঞান)
ক সড়ক দুর্ঘটনায় খ বিমান দুর্ঘটনায়
● ট্রেন দুর্ঘটনায় ঘ নৌ-দুর্ঘটনায়

৪. মুহম্মদ আবদুল হাই কত সালে মারা যান? (জ্ঞান)
● ১৯৬৯ খ ১৯৭২ গ ১৯৬৫ ঘ ১৯৬৮

৫. 'বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন'-লেখকের কী জাতীয় রচনা? (জ্ঞান)
ক উপন্যাস ● ভ্রমণকাহিনী গ কাব্যগ্রন্থ ঘ গবেষণাপত্র

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬. মুহম্মদ আব্দুল হাই ছিলেন- (অনুধাবন)
i. ধ্বনিবিজ্ঞানী
ii. সাংবাদিক
iii. অধ্যাপক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ মূলপাঠ ➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৪৯

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭. ওকিং মসজিদ লন্ডন থেকে কত দূরে অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক বাইশ মাইল খ আটাশ মাইল ● ত্রিশ মাইল ঘ বত্রিশ মাইল

৮. ওকিং মসজিদে ইমাম সাহেব খোতবা কোন ভাষায় পড়েছিলেন? (জ্ঞান)
ক আরবিতে খ ফার্সিতে গ উর্দুতে ● ইংরেজিতে

৯. ইংল্যান্ডের গোশতের বেশিরভাগ আসে কোথা থেকে? (জ্ঞান)
ক আরব থেকে খ তুরস্ক থেকে
● আর্জেন্টিনা থেকে ঘ কানাডা থেকে

১০. বিদেশ থেকে ইংল্যান্ডে গোশত আসতে কত সময় লাগে? (জ্ঞান)
● তিন-চার মাস খ পাঁচ ছয় মাস
গ সাত-আট মাস ঘ এক বছর

১১. কোথায় দিনের পর দিন গোশত ঝুলতে দেখা যায়? (জ্ঞান)
ক আঙিনায় খ খামারে ● দোকানে ঘ কারখানায়

১২. কাদের পোশাক-পরিচ্ছদ অদ্ভুত ধরনের? (জ্ঞান)
● আফ্রিকার নিগ্রো মুসলমানদের খ আরব বেদুঈনদের
গ তুরস্কের মুসলমানদের ঘ সৌদি মুসলমানদের

১৩. লন্ডনে ঈদের ধর্মানুভূতি ছাড়া আর কোন দিকটি উল্লেখযোগ্য? (জ্ঞান)
ক অর্থনৈতিক দিক ● সামাজিক দিক
গ মৈত্রীর দিক ঘ সৌন্দর্যের দিক

১৪. ওকিং মসজিদে নামাজ শেষে মুসলমানরা কীভাবে বন্ধুত্ব জমায়? (অনুধাবন)
ক সেমাই খাইয়ে ● মুসলমানি খাবার খাইয়ে
গ শোকর আদায় করে ঘ কোলাকুলি করে

১৫. কোনো দেশের সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে সে দেশের- (জ্ঞান)
ক ভৌগোলিক অবস্থা ● পতাকা
গ ভূপ্রকৃতি ঘ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

১৬. বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা পৃথিবীর সংখ্যার কত অংশ? (জ্ঞান)
ক অর্ধেক ● এক-তৃতীয়াংশ
গ এক-চতুর্থাংশ ঘ তিন-চতুর্থাংশ

১৭. চীন ও জাপানের পীত জাতের সাথে রঙের মিল আছে কোন মুসলমানদের? (জ্ঞান)
● ইন্দোনেশিয়ার খ মরক্কোর গ ইউরোপের ঘ আফ্রিকার

১৮. ইসলামের সারকথা বোঝানোকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক হালাল খ ঈমান ● খোতবা ঘ আযান

১৯. সিদ্ধছাড়া কিছু খেতে জানে না- উক্তিটি কাদের বেত্রে প্রযোজ্য? (জ্ঞান)
ক সিরিয়ান খ আফ্রিকান
● ইংরেজ ঘ ইউরোপীয়

২০. জাফর এবার জাতীয় ঈদগাহ মাঠে ঈদের নামাজ আদায় করে এবং নামাজ শেষে সকলের মিলনমেলা দেখে আনন্দে অভিভূত হয়- 'ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত' ভ্রমণকাহিনির কোন চরিত্রের সাথে জাফরের মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
● লেখকের খ ইংরেজ ভদ্রলোকের
গ লেখকের বন্ধুর ঘ মিসরীয় ভদ্রলোকের

২১. সাগর গত বছর কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠে ঈদের নামাজ আদায় করে। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা মানুষ একই সঙ্গে ঈদের নামাজ আদায় করছে দেখে সাগরের ভীষণ ভালো লাগল। উদ্দীপকটির সাথে কোন রচনার মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক রসুলের দেশে খ অবাক জলপান
গ বালকের সততা ● ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত

২২. 'ইসলাম বিশেষ কোনো একটি জাতির ধর্ম নয়'- বাক্যটিতে কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? (উচ্চতর দৰতা)
ক ইসলামের অহংকার ● ইসলামের আত্মমর্যাদা
গ মুসলমানদের মর্যাদা ঘ মুসলমানদের অহংকার

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৩. নামাজ শেষে খোতবা পড়া উচিত– (অনুধাবন)
i. সকলের বোধগম্য ভাষায়
ii. বাংলায়
iii. যে ভাষায় সবাই বুঝতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াতের বিশেষত্ব– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. হালাল খাবার পরিবেশন করা হয়
ii. ধর্মানুভূতির পাশাপাশি সামাজিক দিক আছে
iii. দুনিয়ার নানা জাতের মুসলমানদের দেখা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫. মসজিদ কমিটির তরফ থেকে খাওয়ানো হলো– (অনুধাবন)
i. পোলাও ii. কালিয়া
iii. কোর্মা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. ঈদের জামায়াতে ওকিং মসজিদের সামনে– (অনুধাবন)
i. শামিয়ানা খাটানো হয়
ii. মুসলিম দেশের পতাকা টানানো হয়
iii. গ্যাস ভর্তি বেলুন ওড়ানো হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. বাঙালিদের গায়ের রং– (অনুধাবন)
i. কালো
ii. ফরসা
iii. সাদা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৮ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাব্বির কাছে লন্ডন শহরটি অপরিচিত ছিল। আজ পত্রিকায় লন্ডনের বিভিন্ন তথ্য জেনে তার খুব ভালো লাগছে। সে জানাল লন্ডন দুনিয়ার কসমোপলিটন শহরগুলোর অন্যতম। ইংরেজ রাজত্বে সমৃদ্ধির সঙ্গে লন্ডন দুনিয়ার নানা দেশেরই স্নায়ুকেন্দ্র এবং তীর্থক্ষেত্র হয়ে রয়েছে।

২৮. উদ্দীপকের বিষয়টি নিচের কোন রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক আয়না খ বালকের সততা
গ রাখালের বুদ্ধি ● ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত

২৯. ইংরেজ রাজত্বের সমৃদ্ধির সাথে লন্ডন শহরের সম্পর্কের মূল কারণ হিসেবে কোনটিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক ইংরেজদের বাণিজ্যকেন্দ্র ● ইংরেজ রাজত্বের রাজধানীর
গ স্বপ্নের শহর ঘ ইংরেজদের রাজনীতির কেন্দ্র

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩০ ও ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনির কাছে লন্ডন শহরটি এতদিন অপরিচিত ছিল। আজ পত্রিকায় লন্ডনের বিভিন্ন তথ্য জেনে তার খুব ভালো লাগছে। সে আরো বিস্মিত হলো জেনে যে, লন্ডন দুনিয়ার কসমোপলিটন শহরগুলোর অন্যতম। ইংরেজ রাজত্বে সমৃদ্ধির সঙ্গে লন্ডন শহর দুনিয়ার নানা দেশেরই স্নায়ুকেন্দ্র এবং তীর্থক্ষেত্র হয়ে রয়েছে।

৩০. অনুচ্ছেদটিতে কসমোপলিটন শহর সম্পর্কে 'ওকিং' মসজিদে ঈদের জামায়াত গল্পের সঙ্গতিপূর্ণ বাক্য হলো– (প্রয়োগ)
● বহু জাতের সমাবেশ খ শুধু ইংরেজের সমাবেশ
গ মুসলমানদের সমাবেশ ঘ মানুষের শহর

৩১. ইংরেজ রাজত্বের সমৃদ্ধির সঙ্গে উদ্দীপকের উক্ত শহরের সম্পর্ক কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে
● রাজধানী হিসেবে
গ রাজনীতির কেন্দ্র হিসেবে
ঘ স্বপ্নের শহর হিসেবে

➲ **শব্দার্থ ও টীকা** ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৫১

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩২. 'কসমোপলিটান' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
● বহুজাতিক খ বহুমাত্রিক
গ প্রসাধনী সামগ্রী ঘ মচমচে তাজা

৩৩. 'সৌজন্য' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক প্রত্যক্ষ খ অজ্ঞান
● ভদ্রতা ঘ সুন্দর

৩৪. 'হালাল' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক সৌজন্যতা ● পবিত্র
গ বিশ্বাস ঘ অপবিত্র

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৫. 'প্রাজ্ঞাণ' বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
i. প্রত্যক্ষ
ii. অজ্ঞান
iii. উঠান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৬. রহমত সাহেব অফিসের দারোয়ানের দুর্নীতি সম্পর্কে চাক্ষুষ প্রমাণ পেল – এখানে 'চাক্ষুষ' শব্দের আর যে প্রতিশব্দ হতে পারে– (প্রয়োগ)
i. নিজের চোখে দেখা
ii. অবৈধ
iii. প্রত্যৰ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ **সারসংক্ষেপ** ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৫১

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৭. মুহম্মদ আব্দুল হাই কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন? (জ্ঞান)
ক ঢাকা খ কলকাতা
গ কাতার ● লন্ডন

৩৮. মুহম্মদ আব্দুল হাই কত দিন বিলেতে কাটাতে হয়েছিল? (জ্ঞান)
ক সাড়ে পাঁচশ খ সাড়ে ছয়শ
● সাড়ে সাতশ ঘ সাড়ে আটশ

৩৯. আব্দুল হাই ভাষাতত্ত্বে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন কত সালে? (জ্ঞান)
● ১৯৫২ খ ১৯৫৪ গ ১৯৫৬ ঘ ১৯৫৮

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ভ্রাতৃত্ববোধের প্রকাশ

ফরহাদ সৌদি আরবে চাকরির জন্য অবস্থান করে। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন রকমের চেহারা ও শরীর। অথচ ঈদের নামাজ পড়তে এসে সব দেশের মুসলমানই ধর্ম ধনের ভাই ভাই হয়ে গেছে। নামাজ শেষে চেনা–অচেনা নানা দেশের মুসলমানেরা কোলাকুলি করে। তাই দেখে কী যে আনন্দ পাওয়া গেল, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। ঈদের জামাত যেন আত্মার মিলনমেলা। [রাজবাড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. ওকিং মসজিদ লন্ডন থেকে কত দূরে অবস্থিত? ১
খ. ঈদের দিন নামাজ পড়তে এসে কোন দিকটি লেখককে আকৃষ্ট করেছিল? ২
গ. ঈদের নামাজ এবং নামাজ শেষে একে অপরের সাথে কোলাকুলির মাধ্যমে কী প্রকাশ পায়, তা উদ্দীপক ও 'ওকিং মসজিদে ঈদের মাজায়াত' রচনা অবলম্বনে লেখ। ৩
ঘ. ঈদের জামাত যেন আত্মার মিলনমেলা– উদ্দীপকের উক্তিটি 'ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত' রচনার আলোকে আলোচনা কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওকিং মসজিদ লন্ডন থেকে মাইল তিরিশের দূরে অবস্থিত।

খ ঈদের দিন নামাজ পড়তে এসে নানা জাতের মুসলমানের মিলনের দিকটি লেখককে আকৃষ্ট হয়ে।

ঈদের দিন নামাজ পড়তে এসে মুসলমান সম্প্রদায়ের এক বিশেষ দিক লেখকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে। ওকিং মসজিদে ঈদের দিনে এক আলরাহ ও রাসুলকে কেন্দ্র করে ধর্ম বিশ্বাসী বিশ্বের এক–তৃতীয়াংশ মানুষ একত্রিত হয়েছে। এ দৃশ্য সত্যিই চমৎকার। মিলনের এ জামায়াত এতো আকর্ষণীয় যে সকল মানুষই এতে আকৃষ্ট হয়। লেখককেও এ দিকটি আকৃষ্ট করেছিল।

গ ঈদের নামাজ এবং নামাজ শেষে একে অপরের সাথে কোলাকুলির মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রকাশ পায়, যা উদ্দীপক ও 'ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত' রচনায় স্পষ্টতার সাথে প্রতীয়মান হয়েছে।

ধর্ম মানুষকে নৈতিক শিৰা দেয়, শিৰা দেয় শিষ্টাচার কী ধরনের হতে পারে। একে অপরের সাথে ভ্রাতৃত্ববোধের শিকড়কেও ধর্ম মজবুত করে। ফলে উভয়ের মাঝেই সমৃদ্ধির ও ভ্রাতৃত্ববোধের সম্পর্ক তৈরি হয়।

উদ্দীপক থেকে জানা যায়, সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত ঈদের দিন সাদা–কালো, ধনী–গরিব, রাজা–প্রজা সবাই একই কাতারে দাঁড়িয়ে ঈদের নামাজ পড়ে। নামাজ শেষে একে অপরের কুশল জিজ্ঞাসা করেন কল্যাণ কামনা করেন ভ্রাতৃত্ববোধে একে অপরকে বুকে টেনে নেন। 'ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত' রচনাটিতে লন্ডনের বিখ্যাত মসজিদে অনুষ্ঠিত ঈদের জামাতের চিত্র চিত্রিত হয়েছে। ঈদের দিন প্রত্যেক মুসলমান জাত–পাত–বর্ণ–প্রথা ভুলে একনিষ্ঠভাবে মহান আলরাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নামাজে দাঁড়ান। নামাজ শেষে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে কোলাকুলি করেন, মিলন ঘটান আত্মার সাথে আত্মার।

ঘ "ঈদের জামাত যেন মিলিনমেলা"– উক্তিটি যথার্থ।

ধর্মের সম্পর্ক অনড় বলে ধর্মকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের অহমিকা প্রদর্শিত হয় না। সবাই একনিষ্ঠভাবে সৃষ্টিকর্তার সন্তোষে কাজ করে, ভুলে যায় জাতি–পাত–বর্ণ প্রথা। এ যেন এক মিলনমেলা।

'ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত' রচনায় লন্ডন শহরের বিখ্যাত মসজিদ ওকিং–এ ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়। ঈদের দিন নানা বর্ণ, জাতি, ধনী–গরিব এক সাথে নামাজ আদায় করেন। কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। নামাজ শেষে প্রত্যেক মুসলমান একে অপরের কল্যাণ কামনা করে কোলাকুলি করে বুকে টেনে নেন।

উদ্দীপকে যেমন সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত ঈদের জামাতের পর সব মুসলমানের মাঝে কোলাকুলি ও সম্প্রীতির দৃশ্য প্রদর্শিত হয়, অনুরূ পভাবে 'ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত' রচনায় ঈদের জামাতের পর সব শ্রেণির মুসলমানের মাঝে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের দৃঢ়তা দেখা যায় এবং কোলাকুলি করে একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করে।

তাই উলিরখিত আলোচনার মাধ্যমে বলা যায় যে, ঈদের জামাতের বড় আকর্ষণ ভ্রাতৃত্ববোধের মিলনমেলা।

প্রশ্ন– ২ বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের দৃষ্টান্ত

আমাদের দেশে শহর থেকে গ্রামে সব জায়গাই ছোট–বড় বহু ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় জামায়াত অনুষ্ঠিত হয় কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ময়দানে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লাখ লাখ মানুষ এসে এখানে ঈদের নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে সকলের কোলাকুলিতে স্থানটি একটি মিলনমেলায় পরিণত হয়। এই ভ্রাতৃত্ববোধই হচ্ছে ঈদের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

ক. লন্ডনের বিখ্যাত মসজিদ কোনটি? ১
খ. লন্ডন শহর দুনিয়ার নানা দেশের স্নায়ুকেন্দ্র এবং তীর্থৰেত্র হয়ে রয়েছে কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত' ভ্রমণ কাহিনীর সাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩
ঘ. "বিশ্বে ভ্রাতৃত্ববোধের এক অনুপম দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঈদের নামাজ"– মন্তব্যটি উদ্দীপক এবং 'ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত' ভ্রমণকাহিনির আলোকে যাচাই কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লন্ডনের বিখ্যাত মসজিদটির নাম ওকিং মসজিদ।

খ ইংরেজ রাজত্বের সমৃদ্ধির সঙ্গে লন্ডন শহর দুনিয়ার নানা দেশেরই স্নায়ুকেন্দ্র এবং তীর্থৰেত্র হয়ে রয়েছে।

ইউরোপ মহাদেশের অন্যতম দেশ ইংল্যান্ড। লন্ডন পৃথিবীর ইতিহাস ও সমৃদ্ধির ৰেত্রে নানা রকম ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে ইতিহাসখ্যাত লন্ডন শহর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মিলনকেন্দ্র তৈরি হয়েছে। জাতি–বর্ণ–ধর্ম সবকিছু উপেৰা করে এ শহরটি এখন এক বিরাট তীর্থৰেত্রে পরিণত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে সমৃদ্ধির সঙ্গে এ শহর ইতিহাসের নানা বিষয়ে ভূমিকা রেখেছে। এ কারণে এ শহরটি নানা দেশের স্নায়ুকেন্দ্র ও তীর্থৰেত্র হয়ে রয়েছে।

গ একসঙ্গে জামায়াতে নামাজ পড়ার বিষয়ে উদ্দীপক এবং 'ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত' ভ্রমণকাহিনির সাদৃশ্য রয়েছে।

ইংল্যান্ডে বিভিন্ন দেশে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা বাস করে। ঈদের দিন তারা একত্রে নামাজ পড়তে ওকিং মসজিদে আসে। ওকিং মসজিদ সবচেয়ে বিখ্যাত একটি মসজিদ। তাই দূর–দূরান্ত থেকে এখানে মানুষ এসে ঈদের নামাজ পড়ে।

ঠিক একই ভাবে উদ্দীপকের শোলাকিয়ার ঈদের জামায়াত বাংলাদেশের ঐতিহ্য। শোলাকিয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এসে ঈদের নামাজ পড়ে। এখানে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ওকিং মসজিদে যেমন ইংল্যান্ডের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এসে নামাজ পড়ে তেমনি শোলাকিয়াতেও এদেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এসে নামাজ পড়ে। সুতরাং উদ্দীপকের সঙ্গে 'ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত' ভ্রমণ কাহিনির সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "বিশ্বে ভ্রাতৃত্ববোধের এক অনুপম দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঈদের নামাজ"– মন্তব্যটি যথার্থ।

সকল শ্রেণির মুসলমান এক কাতারে দাঁড়িয়ে ঈদের নামাজ আদায় করে। সবাই যখন একক কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে তখন কোনো ভেদাভেদ থাকে না। ইসলামে এজন্যই জামাতে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে মুসলমান ভেতরে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওকিং মসজিদ লন্ডনের বিখ্যাত মসজিদ। এখানে লন্ডনের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমান এসে ঈদের নামাজ আদায় করে। নামাজের পর সবাই একসঙ্গে খাবার খেয়ে থাকে। এতে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকে শোলাকিয়ার ঈদের জামায়াতের কথা বলা হয়েছে, এখানে লাখ লাখ মানুষ একত্রে নামাজ আদায় করে। সবাই যখন এক কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে তখন কোনো ভেদাভেদ থাকে না। ইসলাম এজন্যই জামায়াতে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করেছে। ঈদের নামাজের পর ধনী–গরিব নির্বিশেষে সবাই কোলাকুলি করে। এতে পরস্পরের প্রতি

হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মনের সব কালিমা দূরীভূত হয়ে যায়। একজন অন্যজনের ভাইয়ে পরিণত হয়।

তাই বলা যায় যে, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের এক অনুপম দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঈদের নামাজ।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ৩ ▸▸ আলরাহ ও নজিবির গুণগান মাতৃভাষায় হওয়া বাঞ্ছনীয়

মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিম মনে করেন, আলরাহ ও নবিজির গুণগান আরবিতেই লিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বরং মাতৃভাষায় লেখা হলে তা সবার বোধগম্য হবে। আলরাহ যেহেতু সব ভাষাই বোঝেন তাই তাঁকে যে ভাষাতেই ডাকা হোক না কেন, তিনি তাতে সাড়া দিতে সৰম।

ক. ওকিং মসজিদে কোন ভাষায় খোতবা পড়া হয়েছিল? ১

খ. ওকিং মসজিদের ইমাম সাহেব ইংরেজিতে খোতবা পড়েন কেন? ২

গ. ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত রচনায় ইমাম সাহেবের খোতবা পাঠের সঙ্গে উদ্দীপকের বক্তব্যের সাদৃশ্য তুলে ধর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি 'ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত' রচনার সামগ্রিক ভাব ধারণ করে কি? মতের পৰে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওকিং মসজিদে ইংরেজি ভাষায় খোতবা পড়া হয়েছিল।

খ উপস্থিতি সবাই ইংরেজি বুঝতে পারেন বলে ওকিং মসজিদের ইমাম সাহেব ইংরেজিতে খোতবা পড়েন।

যাদের কাছে খোতবা পড়া হয়, তাদের ইসলামের সারকথা বোঝানোই খোতবার অর্থ। তাই সেখানে ইংরেজিদের সামনে ইংরেজিতে খোতবা পাঠ করা হয়েছিল।

***Xclusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ 'ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত' গল্পের খোদবা পাঠের স্বরূ প ব্যাখ্যা কর।

ঘ 'ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত' গল্পের মূল বক্তব্য– বিশেৱষণ কর।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ 'কসমোপলিটন' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : কসমোপলিটন শব্দের অর্থ বহুজাতিক বা বহুজাতির সমাবেশ।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ লন্ডনের বিখ্যাত মসজিদের নাম কী?
উত্তর : লন্ডনের মসজিদগুলোর মধ্যে বিখ্যাত মসজিদ হলো ওকিং মসজিদ।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ মুসলমানদের ঈদের নামাজের বড় দিক কোনটি?
উত্তর : মুসলমানদের ঈদের নামাজের বড় দিকটি হলো সামাজিক দিক।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ ইসলাম ধর্ম যে জগতের নানা দেশে ছড়িয়ে আছে তার চাৰুষ পরিচয় লেখক কোথায় পেলেন?
উত্তর : ইসলাম ধর্ম যে জগতের নানা দেশে ছড়িয়ে আছে তার চাৰুষ পরিচয় লেখক ওকিং মসজিদে পেলেন।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ লন্ডনের সবচেয়ে বিখ্যাত মসজিদের নাম কী?
উত্তর : লন্ডনের সবচেয়ে বিখ্যাত মসজিদের নাম ওকিং মসজিদ।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ লন্ডনকে 'কসমোপলিটন' শহর বলা হয় কেন?
উত্তর : যে শহরে বহু জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের মানুষ একত্রে মিলেমিশে বাস করে তাকে 'কসমোপলিটন' শহর বলে।

লন্ডন শহরে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ নানা ধর্মের মানুষ বাস করে। এসব মানুষের বর্ণ, গোত্র, চেহারা, আকৃতি আলাদা। এমনকি অনেক ৰেত্রে একজন অন্যজনের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী জীবনযাপন করে। এজন্য লন্ডনকে কসমোপলিটন শহর বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ ইংল্যান্ডে বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানরা ওকিং মসজিদে নামাজ পড়তে আসে কেন?
উত্তর : মুসলমানরা বন্ধুবান্ধবদের সাথে দেখা এবং পরিতৃপ্তিকর খাবার খেতে ওকিং মসজিদে নামাজ পরতে আসে।

লন্ডনে অনেক মসজিদ আছে। কিন্তু ঈদের দিন ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানরা ওকিং মসজিদে নামাজ পড়তে আসে–এর অবশ্য বেশ কিছু কারণ আছে। প্রথমত, বন্ধুবান্ধবদের সাথে দেখা করতে। দ্বিতীয়ত, পরিতৃপ্তির সাথে হালাল খাবার খাওয়ার জন্য। নামাজ পড়তে এসে এক সাথে এতোগুলো সুযোগ পাওয়া যায় বলে অনেকে এই মসজিদে নামাজ পড়তে আসে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ ইংল্যান্ডে গোশত নষ্ট হয় না কেন?
উত্তর : ঠান্ডার দেশ আর রেফ্রিজারেটরে গোশত সংরক্ষণ করা হয় বলে ইংল্যান্ডে গোশত নষ্ট হয় না।

ইংল্যান্ডের বেশিরভাগ গোশত আসে আর্জেন্টিনা থেকে। খাওয়ার আগ পর্যন্ত এই মাংস প্রায় তিন–চার মাস সংরক্ষণ করে রাখা হয়। ইংল্যান্ডের আবহাওয়া ঠান্ডা তাছাড়া রেফ্রিজারেটর এবং বরফ ব্যবহারের ফলে গোশত নষ্ট হয়ে যায় না।